<u>হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের উৎস ও ক্রম সম্পর্কে বিতর্ক এবং সমাধান</u>

ডঃ মধুসূদন কৃষ্ণদাস

প্রবন্ধের শিরোনাম দেখে হয়তো অনেকেই চমকে উঠবেন। এ আবার কি কথা? হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের উৎস তো একটাই – ***কলিসন্তরণ উপনিষদ***। আর মহামন্ত্রের ক্রম হলো:

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

সবইতো সবাই জানে। তাহলে আবার বিতর্ক এবং সমাধানের প্রশ্ন উঠছে কেন? একসময় আমিও এই কথাই জানতাম এবং শুনেছিলাম। প্রায় ৩০ বছর আগে যতদূর মনে পড়ে "**উপনিষদের ইতিকথা**" নামে একটি বই আমার নজরে আসে। সেখানে ১২টি উপনিষদ লিপিবদ্ধ ছিলো। তার মধ্যে একটির নাম ছিল "***কলিসন্তরণ উপনিষদ***"। এতে মাত্র ৮টি শ্রোক ছিল। প্রথম শ্লোকে ব্রহ্মা – নারদ সংবাদে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে নারদ মুনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, কলিযুগের মহাপাপ থেকে উত্তরণের উপায় কি? উত্তরে ব্রহ্মা বললেন, "***তারকব্রহ্ম*** " নাম জপতে হবে। নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, তারকব্রহ্ম নাম কি? উত্তরে ব্রহ্মা বললেন –

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।।

উপরোক্ত ভাবে আমাদের জানা মহামন্ত্রের ক্রম বিপরীত লক্ষ্য করে একসময় আমি বাংলাদেশ ইসকনের তৎকালীন সভাপতি **পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকীর্তন দাস ব্রহ্মচারী**জীকে টেলিফোন করে বিষয়টি অবগত করি। তিনি বলেছিলেন যে বিষয়টি তিনি জানেন, কিন্তু এর কারণ সম্পর্কে তিনি অবগত নন। অনেক পরে এর মূল কারণ আমি অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করি এবং এক সময় তা পেয়েও যাই। বিষয়টি নিজের মনেই রেখে দেই। কিন্তু ইদানিং কিছু ঘটনা এবং প্রচারের প্রেক্ষিতে বিষয়টি আবার সামনে চলে আসে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রথম প্রচারক হিসেবে শ্রীমন মহাপ্রভুর নামই আমরা জানি। একসময় তৎকালীন পূর্ববঙ্গে – অধূনা বাংলাদেশে শ্রীমন মহাপ্রভু শুভবিজয় করেছিলেন। সেই সময়ে শ্রীমৎ তপনমিশ্র নামের একজন ব্রাহ্মণ **সাধ্যসাধন তত্ত্ব** সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিঁনি তাঁকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পরামর্শ দেন। **শ্রীল বৃন্দাবন দাস** কর্তৃক লিখিত **শ্রীচৈতন্য*ভাগবত*** গ্রন্থে একথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। উক্ত গ্রন্থের আদি লীলার ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীমৎ তপন মিশ্রকে বলেন –

শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ।
যেইজন কৃষ্ণ ভজে তাঁর মহাভাগ্য।।
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া।।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
এই শ্লোক বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল অক্ষর বত্রিশ নাম এই তন্ত্র।।
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য – সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে।।

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের অন্য এক স্থানে মহাপ্রভু আরও বলেছেনঃ

আপনে সকলে প্রভু করে উপদেশে
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে -
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।
প্রভু বলে— কহিলাম এ মহামন্ত্র ।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ।।
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার ।
সর্বক্ষণ ইথে বিধি নাহি আর ।।
কি ভোজনে, কি শয়নে কি বা জাগরণে ।
অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ।।

শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর বইতে মহাপ্রভুর মুখে উচ্চারিত মহামন্ত্রের বিভিন্ন মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেছেনঃ

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও ।
অন্যসব নাম মাহাত্ম্য সেই নামে পাও ।।

পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৩৫টি উপনিষদ লিপিবদ্ধ করে "***উপনিষদ সংগ্রহ***" নামে একটি বই প্রকাশ করেন (গ্রন্থি প্রকাশন, কলেজ রোড, ১৩৯৯ বাংলা) । এই বইটির ***কলিসন্তরণ উপনিষদ*** অংশেও মহামন্ত্র নিম্নোক্তভাবে রয়েছেঃ

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । ।

কলিসন্তরণ উপনিষদ টি মূলত ***কৃষ্ণ যর্জুবেদ*** এর একটি অংশ । দ্বাপর যুগের শেষে নারদ মুনি একসময় ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়ে কলির সংক্রমণ থেকে কিভাবে জীব রক্ষা পেতে পারে সেব্যাপারে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করলে তিঁনি যে সব কথা বলেন তারই বর্ণনা রয়েছে । মূল ***কলিসন্তরণ উপনিষদ*** এর কোন কপি পাওয়া যায় কিনা সেব্যাপারে আমেরিকার নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি. পাঠরত আমার প্রাক্তন ছাত্র রাজকুমার সাহাকে একসময় টেলিফোন করি । উত্তরে সে বললো টরেন্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা Robert Torento একসময় ভারত থেকে ৩০টি উপনিষদ সংগ্রহ করে তার ইংরেজি অনুবাদ ১৯১৪ সালে প্রকাশ করেন । ইরেজিতে অনুবাদকৃত এইসব উপনিষদ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে । সেখান থেকে ***কলিসন্তরণ উপনিষদ*** এর যে ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যায় (ইংরেজিতে অনুবাদকৃত এই উপনিষদটি ১৩০ পৃষ্ঠার অথচ শ্লোক আছে মাত্র ৮টি যা প্রবন্ধের প্রথম দিকে উল্লেখ করেছি) সেখানেও মহামন্ত্রের নিম্নোক্ত ক্রম রয়েছেঃ

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । ।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের একাধিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সাথে আলোচনা করে জানা গেল যে মহামন্ত্র সংস্কৃত ও হিন্দী ভার্সনে নিম্নোক্ত ভাবে রয়েছেঃ

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । ।

অথচ একই মহামন্ত্রের বাংলা ভার্সনে নিম্নোক্তভাবে মন্ত্রটি লিপিবদ্ধ রয়েছেঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

ভারতের বিহার রাজ্যের গোরক্ষপুরস্থিত **গীতা প্রেস** থেকে প্রকাশিত **শ্রীমৎ রামসুখ দাস** – জীর ***গীতা দর্পণ*** বই থেকে দেখা যায়, গৌড়িয় বৈষ্ণব সমাজ যেভাবে মহামন্ত্রটি উচ্চারণ করে ঠিক সেভাবেই সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে । এই সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে ।
সম্প্রতি ইউটিউব চ্যানেলে তিনজন পূজ্যপাদ ব্যক্তি মহামন্ত্রের উৎসের পাশাপাশি মহামন্ত্রের ক্রমও তাদের আলোচনায় প্রকাশ করেছেন । শ্রীবৃন্দাবনের স্বনামখ্যাত **কৃপালু মহারাজ** তাঁর এক আলোচনায় বলেছেন মহামন্ত্রের ক্রমে প্রথমে ***হরে রাম...*** আছে, অথচ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ একে উল্টো করে প্রথমে ***হরে কৃষ্ণ...*** বলে উচ্চারণ করেন । একই কথা পুরীধামের বর্তমান **শঙ্করাচার্য মহারাজ**ও তাঁর এক প্রবচনে উল্লেখ করেন । আবার বৃন্দাবনের এক পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁর এক প্রবচনে উল্লেখ করেছেন যে –
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে মহামন্ত্র নিম্নোক্তভাবে রয়েছে –

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

পক্ষান্তরে ***কলিসন্তরণ উপনিষদে*** মহামন্ত্র নিম্নোক্তেভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে –

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । ।

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ***বেদ বিচিন্তন*** নামে একটি বই লিখেছেন । এই বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে একজন দণ্ডী স্বামী বলেন যে কলিসন্তরণ উপনিষদে ***হরে রাম...*** এই ক্রম অনুসারে মহামন্ত্র লেখা রয়েছে । কিন্তু মহাপ্রভু এই ক্রম উল্টো করে মহামন্ত্রটি প্রকাশ করেছেন । সাফাই দিতে গিয়ে তিনি আরো বলেন যে শ্রীমন মহাপ্রভু হলেন স্বয়ং ভগবান । তাই এইভাবে মহামন্ত্রের ক্রম পাল্টানো একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব এবং সঙ্গত ।
রামদাস বাবাজী তাঁর ***দাসবোধ*** গ্রন্থে বলেন যে মূল কলিসন্তরণ উপনিষদে –

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

এভাবে মহামন্ত্র রয়েছে । তাঁর মতে এই মন্ত্র সাড়ে তিন কোটি বার জপ করলে ভগবৎ দর্শন হয় । আর রাম নাম তের কোটি বার জপ করলে ভগবৎ দর্শন হয় । যদি নামে এবং ভগবানে শ্রদ্ধা – বিশ্বাস এবং অনুরাগ থাকে তাহলে উপরোক্ত সংখ্যায় জপ করলে ভগবৎ দর্শন হতে পারে ।
শ্রী গৌড়ীয় চৈতন্য মঠের প্রাক্তন অধ্যক্ষ **শ্রীল ভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজ** এর একটি বইয়ে মহামন্ত্রের উৎস সম্পর্কে সামান্য আলোচনা আছে । তিনি দাবী করেন অনেক অনেক পূর্বে **রামায়েত সম্প্রদায়** এর লোকজন মহামন্ত্রের মূলরূপের ক্রম পরিবর্তন করে ***কলিসন্তরণ উপনিষদটি*** প্রকাশ করেন । তাদের প্রকাশিত বইটিতেই ক্রম পরিবর্তন করে নিম্নোক্তভাবে লেখা রয়েছেঃ

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোধহয় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারিঃ

1. মহামন্ত্রের দুইটি উৎস আছেঃ ***ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ*** এবং ***কলিসন্তরণ উপনিষদ***

2. মহামন্ত্রের মূল ক্রম ছিল ***হরে কৃষ্ণ... হরে রাম...*** এভাবে। শ্রীরামের ঘোর অনুসারী **রামায়েত সম্প্রদায়** এর ক্রম উল্টো করে ***হরে রাম...হরে কৃষ্ণ...*** করে ***কলিসন্তরণ উপনিষদ*** ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাজারে ***কলিসন্তরণ উপনিষদ*** এর যে সংস্করণ পাওয়া যায় তাতে মহামন্ত্রের মূল ক্রম উল্টোভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

[**বি.দ্র.** এই নিবন্ধটি লেখার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেনঃ

i. **শ্রী নবকুমার শর্মা,** ঢাকা, বাংলাদেশ।
ii. **শ্রী নীতিশ বিশ্বাস,** কল্যাণী নামহট্টের সদস্য, কল্যাণী, নদীয়া।
iii. **শ্রীমতি শম্পা ঘোষ,** কল্যাণী নামহট্টের সদস্যা , কল্যাণী, নদীয়া।]